গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা
অক্টোবর ২০১৮

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

১. প্রস্তাবনা (Preamble) ১

২. সুদূর প্রসারী প্রত্যাশা (Vision) ২

৩. লক্ষ্য (Mission) ২

৪. অনুসরণীয় মূলনীতিসমূহ (Guiding Principles) ৩

৫. নীতিমালার ব্যাপ্তিকাল (Policy Time Horizon) ৪

৬. নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ (Policy Objectives) ৪

৭. কর্মকৌশল (Strategy) ৮

৮. নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং সংযোগ লক্ষ্যমাত্রা (Network development and connectivity Targets) ১৫

৯. টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইনসমূহ (The Acts on telecommunications) ... ১৬

১০. টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিমালা ইত্যাদির প্রয়োগ (Application of other Policies, etc. relating to Telecommunication) ১৬

১১. নীতিমালা ব্যাখ্যার সুযোগ (Scope of Interpretation of Policy) ১৬

১২. নীতিমালার প্রবর্তন, রহিতকরণ ও হেফাজত (Commencement, Repeal and Savings of Policy) ১৭

১৩. ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ (Publication of text of translation in English) ... ১৭

১৪. উপসংহার (Conclusion) ১৭

List of Acronyms

AS Number	–	Autonomous System Number
BDNIC	–	Bangladesh Network Information Centre
ccTLD	–	Country Code Top-Level Domain
DTTB	–	Digital Terrestrial Television Broadcasting
EMC	–	Electromagnetic Compatibility
EMI	–	Electromagnetic Interference
EMF	–	Electro Motive Force
ICT	–	Information and Communication Technology
IDN	–	Internationalized Domain Name
IP	–	Internet Protocol
IPv4	–	Internet Protocol Version-4
IPv6	–	Internet Protocol Version-6
IT	–	Information Technology
ITU	–	International Telecommunication Union
LEA	–	Law Enforcement Agency
NFAP	–	National Frequency allocation Plan
QoS	–	Quality of Service
R&D	–	Research and Development
SOF	–	Social Obligation Fund
VSAT	–	Very Small Aperture Terminal

১. প্রস্তাবনা (Preamble)

১.১ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) এর সদস্যপদ লাভ করে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তাঁর দিকনির্দেশনায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে টেলিযোগাযোগ খাতে বিরাজমান একচেটিয়া বেসরকারি মোবাইল ফোন সেবা খাত ভেঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মোবাইল ফোন সেবার কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। কেবল তাই নয়, বাংলাদেশে মোবাইল প্রযুক্তির বিস্তৃতির প্রধান কারণ হচ্ছে সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। স্মরণ রাখা দরকার একই সময়ে তিনি একদিকে ভিস্যাট ব্যবহারকে সহজলভ্য করেন এবং দেশে এনালগ সিস্টেমের পরিবর্তে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট নির্ভর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

পুনরায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। এ সময়ে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল সিস্টেম বিস্তৃতির পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকায় সরকারি সেবা ও সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল-সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে; যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.২ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর সংযুক্ত প্রয়োগসমূহ দীর্ঘদিন যাবত টেকসই উন্নয়নের তিনটি মাত্রা -অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (economic growth), পরিবেশগত ভারসাম্য (environmental balance) ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির (social inclusion) মুখ্য নিয়ামক (key enabler) হিসাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এজেন্ডার দর্শনে আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের সম্মিলনে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, কর্ম সৃজন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাকে প্রযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে তাই একটি শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবেশ (ecosystem) অপরিহার্য।